দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 0 AUG 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব শিক্ষা বোর্ডের

।। কাজী জাহেদুল ইসলাম ।।

দেশের ৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সরকার এই

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ নিজ নিজ জেলার আবেদনপত্র গ্রহণ এবং তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করবেন। শিক্ষা বোর্ডগুলো প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধি মোতাবেক নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষক বাছাই করবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ করার জন্য শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে নির্বাচনী পরীক্ষা ও শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সূত্রটির মতে, বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে এক সরকারী ঘোষণায় ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই হতে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয়। তখন হতেই প্রাথমিক শিক্ষকগণ সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য হন এবং দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সরকার বহন করে আসছেন। এরপর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষকদের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং এই পদে নিয়োগের জন্য অনেকেই উৎসুক হয়ে পড়েন। ১৯৭৩ সাল থেকে ৮১ সাল পর্যন্ত মহকুমা প্রশাসককে চেয়ারম্যান এবং মহকুমা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে মহকুমা কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হত। এ সময় মহকুমা কমিটি শিক্ষক বাছাই করে একটি প্যানেলে শিক্ষা অধিদফতরে পাঠিয়ে দিতেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অনুমোদনক্রমে জেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগপত্র প্রদান করতেন। ৮২ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকে। তবে ৮৩ সালে তদানীন্তন শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ মজিদ খান কিছু শিক্ষককে সুপারিশের মাধ্যমে নিয়োগপত্র প্রদান করেন। ৮৩ সালে আগস্ট মাসে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগবিধি তৈরী হলে উপজেলা প্রশাসনকে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমান সরকারী সিদ্ধান্তের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের এই দায়িত্ব উপজেলা প্রশাসনের হাতে ছিল। কিন্তু এ সময় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ আসে। ৮৮ সালের শেষ দিকে প্রদত্ত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন বিভাগ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন (জাতীয়)-প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনে বলা হয়, 'প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ ত্রুটিপূর্ণ। উপজেলা পর্যায়ে প্রভাবশালী মহলের চাপে যথাযথভাবে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না।'

সূত্রটির মতে, এইসব অভিযোগ পাওয়ার পর সরকার বিকল্প পন্থা উদ্ভাবন করেন এবং শিক্ষা বোর্ডের ওপর পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করেন। চলতি বছর থেকে এই পদ্ধতিতেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

এদিকে অপর একটি সূত্র জানান, শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হলে প্রশাসনিক জটিলতা বাড়বে এবং দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর বর্তমান ভূমিকা প্রশ্নাতীত নয় উল্লেখ করে সূত্রটি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন নিয়োগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেন তা হলে তাকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে আবেদন করতে হবে। অথচ পরীক্ষা প্রদানসহ সকল কাগজপত্র বোর্ডসমূহের কাছে জমা থাকছে। এ ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর শিক্ষা বোর্ডের প্রতি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। ফলে একটা তালগোল অবস্থা পাকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারী কর্মচারী সমিতির সভাপতি এম এ ওয়াদুদ ও সাধারণ সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন শহীদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানান, প্রাথমিক শিক্ষকবৃন্দ যেহেতু সরকারী কর্মচারী সেহেতু তাদের নিয়োগ কার্যক্রম পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নেতৃবৃন্দ সরকারী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে শিক্ষকদের নিয়োগের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে অধিদফতরের ওপর ন্যস্ত করার দাবী জানান।